রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ০৬-আইন/২০১৭।—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৪৬, ধারা ৪৩ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন);

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ সংস্থার চেয়ারম্যান;

(৩) "বেসরকারি সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের অধীন অনুমোদিত বা নিবন্ধিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(৪) "সদস্য" অর্থ সংস্থার কোন সদস্য; এবং

(৫) ''সংস্থা'' অর্থ এই বিধিমালার অধীন গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **সংস্থা গঠন, ইত্যাদি**।—(১) আইনের ধারা ৪৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা 'জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা' গঠিত হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত 'জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা' এর সদস্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার অন্যূন উপপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; এবং

(ড) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সংস্থা উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী অনুসরণ করিবে।

(৪) কেবল কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা সংস্থা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে সংস্থার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। **সংস্থার প্রধান নির্বাহী, কার্যক্রম, ইত্যাদি**।—(১) চেয়ারম্যান সংস্থার প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে সংস্থার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

৫। **সংস্থার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—(১) সংস্থা উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(১) মানব পাচার প্রতিরোধ, দমন এবং পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে চিহ্নিতকরণ ও তাহাদের পুনর্বাসন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, সেবা প্রদান এবং উক্ত বিষয়ে তদারকি ও ব্যবস্থাপনা;

(২) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

(৩) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সহায়তা বা সেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি, এবং প্রয়োজনে, নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিগণকে সহায়তা বা সেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও প্রদত্ত সেবার বিবরণ সংবলিত প্রতিবেদন গ্রহণ, উহার মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) আইনের ধারা ৩৫ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন, কোন আশ্রয় কেন্দ্র কিংবা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যসেবা, জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও তদারকি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল;

(৬) আইনের ধারা ৩৩ এর বিধান অনুযায়ী ভিন্ন কোন দেশে পাচারের শিকার বা ভিকটিম কোন বাংলাদেশী নাগরিককে বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা উক্ত দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহিত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(৭) আইনের ধারা ৩৪ এর বিধান প্রতিপালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিগণের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন, সুরক্ষা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যসহ মানব পাচার সংক্রান্ত মামলার বিচারের তথ্য সম্বলিত একটি ব্যাপক ভিত্তিক তথ্যভান্ডার পরিচালনা এবং উহার সহিত মানব পাচারের শিকার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যভান্ডারের সমন্বয়করণ;

(৮) মানব পাচার প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) সীমান্তবর্তী প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;

(১০) আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি-বিধান অনুসারে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ, আইনী সহায়তা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান পরিদর্শন বা কোন ব্যক্তিকে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য, কাগজ বা দলিলাদি উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান;

(১২) আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত অন্যান্য বিধিমালাসহ এই বিধিমালা বাস্তবায়নে, ক্ষেত্রমত, সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান; এবং

(১৩) সংস্থার কার্যক্রম ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়েবসাইট তৈরি, সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ।

৬। **সংস্থার ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি**।—(১) সংস্থার সকল ব্যয় আইনের ধারা ৪২ এর অধীন গঠিত মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(২) সংস্থার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী, যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি মানব-পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণভাবে নিরীক্ষাযোগ্য হইবে।

৭। **কমিটি গঠন**।—(১) চেয়ারম্যান বিধি ৫ এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য সংস্থার এক বা একাধিক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যান সংস্থার কোন সদস্যকে উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত কমিটির সভাপতি হিসাবে নিয়োগ এবং উক্ত কমিটির কার্যপরিধি, মেয়াদ, কার্যপদ্ধতি, প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা বা অনুরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

৮। **প্রতিবেদন**।—চেয়ারম্যান, প্রতি বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে সংস্থার সম্পাদিত কার্যাবলী, আয়-ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, সুপারিশ, ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd